তারিখ ... 2 ... [illegible]
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম ... ৫

দৈনিক
ইত্তেফাক

গুরুত্বপূর্ণ কলেজের সমস্যা নিরসনে গুরুত্ব নেই

■ তরুণ ভট্টাচার্য, খাগড়াছড়ি প্রতিনিধি

পার্বত্য জনপদ খাগড়াছড়ির একমাত্র সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজটি দীর্ঘদিন ধরে নানা সমস্যায় হাবুডুবু খাচ্ছে। ১৯৭৪ সালে প্রতিষ্ঠিত এ কলেজটি ১৯৮০ সালে জাতীয়করণ হলেও প্রকৃত অর্থে কিছু অবকাঠামোগত উন্নয়ন ছাড়া কলেজের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসারে উল্লেখযোগ্য তেমন অগ্রগতি সাধিত হয়নি। কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক, স্নাতক (পাস), স্নাতক (সম্মান) ও স্নাতকোত্তর (শেষ পর্ব) কোর্সে ক্লাস করছে প্রায় সাড়ে চার হাজার ছাত্রছাত্রী। চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিএসসি (পাস) কোর্সসহ ইংরেজি, হিসাব বিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা বিভাগে সম্মান কোর্স চালুর ব্যবস্থা এখনো করা হয়নি।

তা ছাড়া বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক স্বল্পতা, বিধি মোতাবেক শিক্ষকের নতুন পদ সৃজনের ব্যবস্থা না থাকা, ছোট ক্লাস রুম, অডিটোরিয়ামের অভাব, একাডেমিক ভবন ও ছাত্রাবাস না থাকা, ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের জন্য পরিবহনের অভাব (জরাজীর্ণ, লক্কড়-ঝক্কড় মার্কা একটি বাসের উপরেই টিকে আছে কলেজের পরিবহন ব্যবস্থা), সর্বোপরি অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষসহ শিক্ষকদের জন্য কোনো আবাসন ব্যবস্থা না থাকায় সরকারি এ কলেজটি চলছে অনেকটা খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে। চার সহস্রাধিক ছাত্রছাত্রীর জন্য আইসিটি ল্যাবরেটরি ও শিক্ষক জরুরি হলেও বিষয়টি যেন উপেক্ষিত। স্থানীয় শিক্ষানুরাগী, জনপ্রতিনিধি, ছাত্রছাত্রী, অভিভাবক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট কলেজ কর্তৃপক্ষ বিগত এক দশক ধরে বিদ্যমান সমস্যা নিরসনে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও অধিদফতরে নানাভাবে আবেদন-নিবেদন জানালেও কোনো সুরাহা মিলছে না।

খাগড়াছড়ির সরকারি পোস্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজে শিক্ষক স্বল্পতা, আবাসন ও পরিবহন সমস্যা

■

শিক্ষার মান উন্নয়ন ও প্রসারে অগ্রগতি নেই

খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজে ১৩টি বিভাগ ছাড়াও ২০০৮ সাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান এবং ২০০৯ সাল থেকে ইতিহাস বিভাগে অনার্স কোর্স চালু রয়েছে। কিন্তু ২০১৬ সাল থেকে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে স্নাতকত্তোর মাস্টার্স কোর্স চালু হলেও ইতিহাস বিভাগের মাস্টার্স কোর্স এখনো চালু করা হয়নি। তা ছাড়া এ দুটি বিষয়ে মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্সও চালু করা জরুরি হয়ে পড়েছে। কেন না খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ থেকে ডিগ্রী প্রিলিমিনারি কোর্স সম্পন্ন করার পর মাস্টার্স প্রিলিমিনারি কোর্স না থাকার কারণে অনেককে এখানেই উচ্চ শিক্ষার পাঠ চুকাতে হচ্ছে। কলেজে মোট শিক্ষকের মঞ্জুরীকৃত পদের সংখ্যা ৪৭। তার মধ্যে ১৭ জন শিক্ষকের পদই রয়েছে শূন্য। স্থানীয় চাহিদা অনুযায়ী কলেজে বিষয়ভিত্তিক অনার্স কোর্স চালু করা হলে প্রতিটি বিষয়ে কমপক্ষে ৭ থেকে ৯ জন শিক্ষকের প্রয়োজন হবে। অথচ বর্তমানে প্রতিটি বিষয়ে শিক্ষক রয়েছেন মাত্র ৪ জন করে।

সরকারি এ কলেজে অধ্যক্ষ ও উপাধ্যক্ষের জন্য এখনো কোনো আবাসন সুবিধা না থাকায় ভাড়া বাসায় থাকছেন তারা। অন্য শিক্ষকরা বসবাস করছেন জরাজীর্ণ ডরমেটরিতে। কলেজ জাতীয়করণের পর থেকে আবাসন সঙ্কট লেগে থাকায় দেশের দূর-দূরান্ত জেলা থেকে বদলি হয়ে আসা শিক্ষকরা এখানে বেশি দিন চাকরি করতে উৎসাহ পাচ্ছেন না। গত নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসে দর্শন, হিসাব বিজ্ঞান ও বাংলা বিষয়ে তিনজন সহযোগী অধ্যাপক পদ মর্যাদার শিক্ষক আবাসন সঙ্কটের অজুহাত দেখিয়ে যোগদানের তারিখেই দায়িত্বভার বিমুক্ত হয়ে ঢাকায় বদলি হয়ে যান। যোগদান পরবর্তী বদলির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট অধিদফতর ও মন্ত্রণালয়ের তেমন বিধি-নিষেধ না থাকায় এমনটা ঘটছে বলে জানান সংশ্লিষ্ট মহল।

কলেজের বেশ কয়েকজন ছাত্রছাত্রী জানান, তাদের ক্লাস রুমের পরিসর খুব ছোট। অধিকাংশ ক্লাসে বসার জায়গা না পেয়ে অনেক সময়ই তাদের দাঁড়িয়ে ক্লাস করতে হয়। লাইব্রেরিতে নতুন সংস্করণের বইয়ের অভাব। অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. মোঃ আব্দুস সবুর খান কলেজে বিদ্যমান সমস্যার ব্যাপারে একমত পোষণ করে বলেন, কলেজে অডিটোরিয়াম থাকলে কম্বাইন্ড ক্লাসগুলো সেখানে করা যেত। শিক্ষক সঙ্কট ও নতুন পদ সৃজনের বিষয়সহ অবকাঠামোগত উন্নয়নের ব্যাপারে উচ্চ পর্যায়ে জানানো হয়েছে।